শক্তি ফাউন্ডেশন
নারীর ক্ষমতায়নে শক্তি

শক্তি বার্তা

সেপ্টেম্বর - ২০১৯, বর্ষ - ১২

শক্তি ভবন

শক্তি ফাউন্ডেশনের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে শক্তি ভবনের মাধ্যমে। ১৯৯২ সালে শান্তিনগরের এক রুমের অফিস থেকে যাত্রা শুরু করে, বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে) মিরপুর ১১ নম্বর এ শক্তি নিজস্ব ভবনে এর প্রধান কার্যালয় পরিচালনা করছে। শক্তি ভবন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট, জনাব রফিক আজমের ডিজাইনে তৈরী রাজউক অনুমোদিত ৯ তলা বিশিষ্ট এক ভবন। আধুনিক সুযোগ - সুবিধার পাশাপাশি প্রকৃতির সান্নিধ্য রাখতে এই ভবনের বিভিন্ন তলায় মোট ১৩ টি বাগান রয়েছে। এই প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর কর্মীগণ শাখা অফিস সহ অন্যান্য কর্মীদের কাজে সহযোগিতা ও দিক - নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

শাখা ব্যবস্থাপক মহাসম্মেলন, ২০১৯

গত ২৪ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে শক্তির মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের ৪০৮ জন শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট রিজিওন হেডদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী "শাখা ব্যবস্থাপক মহা সম্মেলন,২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

" আমরা শক্তিদল, আমরা শক্তিবল"- এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় যে, "আগামী ৩ বছরের মধ্যে শক্তি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রথম ৫ টি মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউট এর মধ্যে অবস্থান করবে।" অনুষ্ঠানের আলোচ্যসূচির মাঝে আরো ছিলো- নিয়ম মেনে কাজ করা, সহকর্মীদের সাথে আচরণ, ওডি আদায়, কর্মস্থলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে শাখা ব্যবস্থাপকগণ তাদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ তুলে ধরেন। শক্তি ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে নিতে উপস্থিত সবাই সততা ও নিষ্ঠার সাথে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

বিগত ১ বছরে কর্মীদের পদোন্নতি

শক্তি বার্তা

সেপ্টেম্বর - ২০১৯, বর্ষ - ১২

শক্তি ফার্মা এর শুভ উদ্বোধন

২১ আগস্ট,২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম নারীবান্ধব মডেল ফার্মেসি হিসেবে "শক্তি ফার্মা" এর শুভ উদ্বোধন করেন শক্তি ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি। এটি বাংলাদেশের প্রথম ফার্মেসি যেটি নারীদের দ্বারা পরিচালিত ও পরিবেশিত। এর প্রথম শাখা মিরপুরে উদ্বোধন করা হলেও পরবর্তীতে পুরো দেশব্যাপী এটি ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবা ছাড়াও এখানে আপনি পাবেনঃ ● নারী স্বাস্থ্য সামগ্রী ● শিশু খাদ্য ও ডায়াপার ● অভিজ্ঞ ও দক্ষ ভ্যাক্সিনেটর দ্বারা ভ্যাক্সিন প্রদান ● এ-গ্রেড ফার্মাসিস্ট দ্বারা কাউন্সেলিং ● বিনামূল্যে ডায়াবেটিস, ওজন ও ব্লাড প্রেসার পরিমাপ ● নেবুলাইজিং ও ইনসুলিন প্রদান ● বিভিন্ন সার্জিকাল ও মেডিকেল ডিভাইস ● শক্তির কর্মী, সদস্য এবং তাদের পরিবারের জন্য ঔষধ ক্রয়ের উপর ১০% ডিসকাউন্ট সুবিধা।

কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা

শক্তি ফাউন্ডেশন সকল কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। সেবাসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত সুবিধা গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

- গুরুতর অপারেশন ও জটিল চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য ঋণের সুবিধা
- কর্মকালীন সময়ে দূর্ঘটনাজনিত সকল চিকিৎসা খরচ বহন
- কর্মকালীন সময়ে মৃত্যুজনিত কারণে কর্মীর পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান
- টনিকের মাধ্যমে বাৎসরিক ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাসপাতাল খরচ প্রদান
- দেশব্যাপী বিভিন্ন খ্যাতনামা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এ ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত ছাড়ে প্যাথলজী টেস্টের সুবিধা
- ডাক্তারের পরামর্শ ফী বাবদ বাৎসরিক ১,৬০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক
- মোবাইলে বিনামূল্যে (৩০ মিনিট) অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ সুবিধা

স্বাস্থ্য কণিকা

শক্তি ফাউন্ডেশন সম্প্রতি **টেলিনর হেলথ** এর আওতাধীন **টনিক** এর সাথে তার সকল কর্মীদের জন্য আরও অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর আওতায় **শক্তির সকল কর্মী** নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে পারবেন।

টনিক ক্যাশ

চিকিৎসক নির্দেশিত গুরুতর ও যথাযথ কারণে সরকার অনুমোদিত যেকোনো হাসপাতালে ভর্তি হলে বছরে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ কাভারেজ, প্রতিবার ৪,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ বার ক্লেইম করার সুবিধা।

টনিক ডাক্তার

শক্তির কর্মী ও তাদের পরিবারের সকলে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবেন।

টনিক ডিসকাউন্ট

দেশজুড়ে ৭০০ এরও বেশি হাসপাতাল, ডায়াগনষ্টিক, ফার্মেসি ও লাইফস্টাইল আউটলেটে ৫০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট।

ডক্টর ফি

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ বাবদ, বছরে ১,৬০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক এর সুবিধা।

সেবা ও পরামর্শ পেতে কল করুন
+৮৮০৯৬১২৯৯৭৭০০

শক্তি বার্তা

সেপ্টেম্বর - ২০১৯, বর্ষ - ১২

আর্ত মানবতার সেবায় শক্তি ফাউন্ডেশন

রাজধানীর মিরপুর-৭ এর ঝিলপাড় বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে শক্তি ফাউন্ডেশন। ১৯ আগস্ট, ২০১৯ হতে দুই দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবাদান করেছে শক্তি। পাশাপাশি শক্তির উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ত্রাণ সহায়তা সংগ্রহ করা হয়েছে যাতে করে এই নিঃস্ব মানুষগুলোকে যথাসাধ্য সাহায্য করা যায়।

এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শক্তি ফাউন্ডেশন এর মোট ২৩৫ জন সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এর মধ্যে ৮৯ জন সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।

শক্তি এসকল সদস্যদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্বক চেষ্টা করছে।

- মেডিকেল ক্যাম্প এ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মোট ৫০ হাজার টাকার ঔষধ ও জরুরী স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে।
- শক্তির উদ্যোগে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী ও সদস্যদের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ত্রাণ সামগ্রী (বিশুদ্ধ পানি, শিশু খাদ্য, পোশাক, হাঁড়ি-পাতিল, মশারী ইত্যাদি) বিতরণের কাজ চলছে।

শক্তির অন্যান্য মানবিক সহায়তা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে

মেডিকেল ক্যাম্পঃ গাজীপুরের জয়দেবপুর, টংগী সদর, ঢাকার শনির আখড়া, পল্লবী-১ ও ৬, মিরপুর-১, নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও নরসিংদীর রায়পুরা এলাকায় মোট ৮ টি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে

দুর্যোগকালীন ত্রাণঃ ১২৫ জন সদস্যকে ২ লাখ ৯২ হাজার ৫০০ টাকা দুর্যোগকালীন ত্রাণ দেয়া হয়েছে

স্বাস্থ্য অনুদানঃ ২২৭ জন সদস্যকে ২৬ লাখ ৬৫ হাজার ৬০০ টাকা স্বাস্থ্য অনুদান দেয়া হয়েছে

স্বাস্থ্য ঋণঃ ৬১৩ জন সদস্যকে ৪৯ লাখ ৯০ হাজার টাকার স্বাস্থ্য ঋণ দেয়া হয়েছে

ইপিআই টিকাদান কর্মসূচিঃ ১৬৯৬ জনকে এই কর্মসূচির আওতায় টিকা দেয়া হয়েছে

চক্ষুশিবিরঃ সমৃদ্ধি প্রোগ্রামের আওতায় ১টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৫ জন রোগীর চোখের ছানি সফল ভাবে অপারেশন করা হয়েছে

শিক্ষাবৃত্তিঃ ২০১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ১১৪ জন সদস্যকে ১৮ লাখ ৮৩ হাজার ৪৫৪ টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে

শোক বার্তা

শক্তি ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ পরিষদ এর সম্মানিত সদস্য, জনাব খন্দকার মোজাম্মেল হক গত ৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শক্তি পরিবার শোকাহত।

শক্তির ০১২৬ নং শাখার শাখা ব্যাবস্থাপক, উৎপল কুমার বিশ্বাস অফিস চলাকলীন সময়ে সড়ক দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তার চিকিৎসার জন্য শক্তি থেকে মোট ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

শক্তির ০২০৪ নং শাখার সিও, মো: জুনায়েদ আহমেদ বাড়ি যাওয়ার পথে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। শক্তি থেকে চিকিৎসাকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

শক্তি বার্তা

সেপ্টেম্বর - ২০১৯, বর্ষ - ১২

এক নজরে শক্তি

(আগস্ট, ২০১৯)

শক্তির নতুন উদ্যোগ

এসএমই প্রোগ্রাম

বর্তমানে শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, গাজীপুর, ও মানিকগঞ্জ এই ৩টি জেলায় ৮টি শাখার মাধ্যমে এসএমই প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত ৪৩১ জন গ্রাহককে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৯ নাগাদ নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় আরোও ১৬ টি এসএমই শাখা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম

পিকেএসএফ এর সহায়তায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নে ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে শক্তি ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি প্রোগ্রামের কার্যক্রম শুরু করে। সমৃদ্ধির আওতায় ঋণদান কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, যুব উন্নয়ন, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়ন, পরিবার উন্নয়ন, শতভাগ স্যানিটেশন, বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম গুলো পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম থেকে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

টিআর/কাবিটা

টিআর / কাবিটা প্রোগ্রামের অধীনে নবায়নযোগ্য সোলার সিস্টেম স্থাপনের জন্য ২০১৬ সালে শক্তি ফাউন্ডেশনকে ইডকল (IDCOL) পার্টনার হিসেবে মনোনীত করেছে। শক্তি দেশের ৫ টি উপজেলার (বগুড়ার সারিয়াকান্দি, নঁওগার সাপাহার, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ, খুলনার তেরখাদা, টাঙ্গাইলের নাগরপুর) বাজার, ঘরবাড়ি, মসজিদ এবং সরকারী ভবনের মতো জায়গায় স্ট্রীট লাইট, সোলার এসি সিস্টেম, সোলার ডিসি সিস্টেম এবং সোলার হোম সিস্টেমগুলি সরবরাহ করে এর প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন করছে।

Shakti Bhaban,
House 4, Road 1 (Main Road),
Block A, Section- 11, Mirpur, Dhaka.

+88 09613-444111
+88 01819850148

info@sfdw.org
fb.com/SFDWbd
www.shakti.org.bd